পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

ঈদের সালাহ স্থানীয়ভাবে আদায় করা সঠিক হবে নাকি অন্যান্য মুসলিম বিশ্বের সাথে আদায় করা সঠিক হবে?

আনসারুল্লাহ বাংলা টীম কতৃক অনূদিত

প্রশ্ন #৩৪৩৬
উত্তর প্রদান করেছেন মিনবার আল তাওহীদ ওয়াল জিহাদের শরীআহ কমিটি

প্রশ্নঃ

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ...

যে সকল রাষ্ট্র মুসলিম দেশসমূহের পেছনে অবস্থিত, অর্থাৎ যেখানে সূর্য পরে গিয়ে পৌঁছে, সেখানকার মুসলিম সাধারণ কিভাবে ঈদের নামায আদায় করবে..?? স্থানীয় সময়সূচী অনুযায়ী পড়বে ? না একাকি সবাই আদায় করে নিবে..?? নাকি অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের ন্যায় দ্বিতীয় দিন ঈদের নামায পড়বে..? নাকি ঈদের দিন না হওয়ায় ঐ দিন ঈদকর্মসূচী না করাই শ্রেয়..!! দ্রুত উত্তর জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আল্লাহ পাক আপনাদের সবাইকে শুভপরিণাম দান করুন..।

প্রশ্নকারী...

আবূ মারয়াম

উত্তর

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ....

রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ কুফুরী সরকার কর্তৃক রোযার ক্যালেন্ডার সূচী নিয়ে খেলতামাশার প্রেক্ষিতে অথবা অন্য যে কোন কারণে সত্যের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যদি স্বদেশ সরকার প্রবর্তিত রমযানসূচী না মেনে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম জনসাধারণের মত রোযা পালন করে থাকেন, তবে সেই মুসলিম দেশসমূহের মুসলমানদের মতই আপনি ঈদ পালন করবেন। দেশীয় সরকারের ধার্যকৃত দিনে ঈদ করবেন না। ঐ দিন আপনার জন্য রোযা রাখাও বৈধ নয়।

সংঘাতের সম্ভাবনা ব্যতিত আপনি যদি কোন বিস্তৃত ময়দানে ঈদের জামাত আদায় করতে পারেন, তবে সেখানেই আদায় করে নিন। নচেৎ ঘরের কোণায় একাকি পড়ে নিন।

পাশাপাশি সামাজিকতা বজায়ের লক্ষে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে, আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত পৌঁছাতে বা নফলের নিয়তে আপনি যদি দেশীয় মুসলমানদের সাথে দ্বিতীয় দিন ঈদের জামাত পড়ে নেন, তাহলেও কোন সমস্যা নেই।

উল্লেখ্য- ঈদ শুধু নতুন কাপড় পরিধানের নাম নয়; বরং ঈদ হচ্ছে হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার প্রস্তুতি...।।

আপনার সহমতের লোক যদি সেখানে কম থাকে, তবে সর্বসাধারণের সাথে এ নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়া কিংবা একদিন পূর্বে ঈদ পালন করতে গিয়ে সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি না করতে আপনাকে অনুরোধ করছি। এ সকল ছোটখাটো ইজতেহাদী বিষয় নিয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও জনসাধারণের সাথে সহমর্মিতাপূর্ণ ভাবকে বিনষ্ট করবেন না। আল্লাহ পাক বলেন- "আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।"

যৎসামান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ধ্বংস না করে বরং তাদেরকে সহমর্মিতার বাণী শুনানো উচিত। ঐশী বাণীর শিক্ষা দিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করা উচিত।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন...। আমীন...!!

উত্তর প্রদান..

আবূ মুহাম্মাদ আলমাকদিসী

মিনবার আল- তাওহীদ ওয়াল- জিহাদ